যায়যায়দিন

20 APR 2003

শিক্ষার্থীরা হলে থাকতে চায়, তবে থাকা দায়

আজিজুর রহমান অনুপ ইবি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসন সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। ১৯৭৭ সালে সম্পূর্ণ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু এরশাদ সরকার এ বিশ্ববিদ্যালয়কে ঢাকা থেকে গাজীপুর, গাজীপুর থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করায় বিশ্ববিদ্যালয়টি আবাসন সমস্যায় পড়ে যায়। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে। তার মধ্যে মাত্র ২ হাজার ২০০ ছাত্রছাত্রী আবাসন সুবিধা পাচ্ছে। বাকি শিক্ষার্থীরা শিক্ষা জীবন শেষ করছে অনাবাসিক হিসেবে। কিন্তু অনাবাসিক হয়েও নির্দিষ্ট হারে প্রতি ইয়ারে হল প্রশাসনকে ফিস দিতে হয়।

হল সূত্রে জানা গেছে, ১০ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য এখানে আছে ছয়টি আবাসিক হল। এর মধ্যে ছেলেদের সান্ধাম হোসেন হল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হল, শহীদ জিয়াউর রহমান হল এবং লালন শাহ হলে ১ হাজার ৭৫০ জন এবং মেয়েদের বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল আর বেগম খালেদা জিয়া হলে ৪৫০ জন ছাত্রছাত্রীর আবাসন সুবিধা রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়টি কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ শহর থেকে দূরে হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা সবাই হলে থাকতে চায়। কিন্তু আবাসিক হল সংখ্যা এবং সিট সংখ্যা কম থাকায় ছাত্রছাত্রীদের শুরুতেই আবাসন সমস্যায় পড়তে হয়। ফলে দীর্ঘ পথ যাতায়াত করতে তাদের দিনের একটি বড় অংশ গাড়িতে কেটে যায়। যে জন্য শিক্ষার্থীদের

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল সমাচার

শেষ

লেখাপড়া চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করে।

আবার কুষ্টিয়া ঝিনাইদহের বাসার মালিকরা বিভিন্ন রকম অজুহাতে তাদের বাসা ভাড়া দিতে চায় না। আর যদিওবা দেন তবে তাও আবার ভাড়া বেশি চান।

কুষ্টিয়া শহরে মেসে থাকেন ইংরেজি বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র কামাল হোসেন। তিনি জানান, 'কুষ্টিয়া থেকে ক্যাম্পাসে আসা-যাওয়া করতে দিন চলে যায়। লাইব্রেরি ওয়ার্ক করার মতো পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায় না।'

সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ে ছাত্রীরা। শহরে থাকে এমন কয়েকজন ছাত্রীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কুষ্টিয়া বা ঝিনাইদহে মেয়েদের থাকার মতো কোনো মেস নেই। অনেক চেষ্টার পর একটি মেস জোগাড় করলেও ভাড়া অনেক বেশি।

আবার হল সংখ্যা কম থাকা এবং ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না থাকায় অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই শহরে থাকেন। যে কারণে ক্যাম্পাসটি দিন দিন পরিবহন নির্ভর হয়ে পড়েছে। আবসনের ব্যবস্থা অপ্রতুল হওয়ায় কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ এবং শৈলকুপা রুটে যে গাড়ি চলে তাতে প্রতিদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৬৮ হাজার টাকা ব্যয় হয় বলে পরিবহন অফিস সূত্রে জানা গেছে। দুই বছরে পরিবহন ব্যয় দিয়ে একটি হল নির্মাণ করা যাবে বলে পরিবহন প্রশাসক প্রফেসর ড. আবদুল অদুদ জানান।